সংখ্যা-৭

সেপ্টেম্বর,২০১৮

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

উপকূলে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন প্রয়াস

সফলতার গল্প

শাহেনা বেগম ও তার স্বামী জামাল উদ্দিন নলের চর পূর্ব মজলিশপুর গ্রামে বসবাস করেন। নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে আজ থেকে প্রায় ১৭ বছর আগে হাতিয়া দ্বীপ এর উত্তর থেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন । অনেক কষ্ট করে বাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে এক কানি জমির মালিক হন তিনি। অভাব অনটন দুঃখে কষ্টে ৭ ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে তাদের জীবন। এমন অবস্থায় ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে শাহেনা বেগম দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কর্ণফুলী সমিতি সদস্য হন । সমিতিতে ভর্তি হওয়ার পর দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কর্মিদের সহায়তায় শীতকালীন শাকসবজি চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষন লাভ করেন। প্রশিক্ষণ লাভের পর শাহেনা বেগম সংস্থা থেকে ৬০০০ টাকা ঋণ নিয়ে সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগী পালন শুরু করেন। তারপর শাহেনা বেগম কে আর পিছনে ফিরতে হয় নি। প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে শিম, বরবটি, শসা, করলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি , মরিচ ইত্যাদি চাষাবাদ করে তার সংসারে সুদিন ফিরে আসতে শুরু করে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কেঁচো সার প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হন শাহেনা বেগম। প্রদর্শনীর আওতায় উপকরন সহায়তা পেয়ে ভালোভাবে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করেন। ৫০০ টি কেঁচো ও গোবরের সাহায্যে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ৪৫০০ কঁচো রয়েছে। চলতি বছর শীত মৌসুমে শাহেনা বেগম তার ২০ শতাংশ জমিতে মিষ্টিকুমড়া, মরিচ, ফুলকপি,বাঁধাকপি, ব্রোকলি , টমেটো,বীট, বেগুনের চাষ করেন। তার খরচ হয় ৮০০০/- এবং আয় হয় ২০০০০/- টাকা।

শাহেনা বেগম তার ৫ মেয়ের বিয়ে দেন। দুই ছেলে ঢাকাতে কাজ করে। । বাড়িতে রয়েছে ফলজ ও বনজ গাছ। ২০ টি মুরগী,১১ টি হাস আর ৩ টি গরু রয়েছে। প্রতি বছর নতুন নতুন কৃষিপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বাড়তি মুনাফা অর্জন করে থাকেন। শাহেনা বেগমের মতে ইচ্ছাশক্তি এবং পরিশ্রম ই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

পানিবাহিত রোগ ঃ

বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ঘটনার ক্ষেত্রে ৮৮ শতাংশই অনরিাপদ পানি, অর্পযাপ্ত স্যানটিশেন এবং স্বাস্থ্যবধিরি কারণে হয়ে থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বিশ্বে প্রতি বছর ১৮ কোটি মানুষ পানিবাহিত রোগে মারা যায়। বিশেষত ডায়রিয়ার কারণে শিশু মৃত্যুহার অনেক বেশি। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শিশুরা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় সবচেয়ে বেশি। সময় মতো এ থেকে সাবধান না হলে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর বিভিন্ন রোগের জন্য প্রধানত দায়ী রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস) এবং কয়েক রকমের পরজীবী। এ ধরনের সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবেরা নানারকম কৌশলের সাহায্যে পরিবেশে বেঁচে থাকে বা বিস্তার লাভ করে। বিস্তার লাভের জন্য তিনটি প্রধান পন্থা হচ্ছে : বাতাস, পানি এবং শারীরিক সংস্পর্শ। শ্বাসনালীর মাধ্যমে দেহে প্রবেশের জন্য বাতাসই মাধ্যমরূপে কাজ করে। অন্য ক্ষেত্রে পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণের মাধ্যম হলো পানি। অনেক সংক্রামক রোগের জীবাণু, উদাহরণস্বরূপ ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করতে পাকস্থলীকে পথ হিসেবে ব্যবহার করে এবং দ্রুত অন্য অঙ্গে পৌঁছে পাকস্থলীকে পরিত্যাগ করে।

পানিবাহিত যত রোগ :

নিচে উল্লিখিত রোগগুলো প্রধানত পানির মাধ্যমে ছড়ায় অথবা দূষিত পানির কারণে হয়।

আর্সেনিক দূষণ : পানিতে মিশে থাকা অতিমাত্রায় আর্সেনিকের কারণে এ রোগ দেখা দেয়। ত্বকের, হৃৎপিণ্ডের, লিভার এবং কিডনির সমস্যা এ আর্সেনিক দূষণ বা আর্সেনিকোসিস থেকে হতে পারে।

কৃমি : কৃমির আক্রমণ অন্যতম প্রধান পানিবাহিত রোগ। কৃমির কারনে বিশেষ করে শিশুদের বেড়ে ওঠা ব্যহত হয়। কৃমি অন্যন্য রোগেরও কারন।

কলেরা : এটি একটি পানিবাহিত মারাত্মক রোগ। এটি জীবাণুর কারণে হয়। দূষিত জীবাণুযুক্ত পানি পান করলে কলেরা হয়ে থাকে। পাতলা পায়খানার সাথে প্রচুর বমি কলেরার লক্ষণ।

ডায়রিয়া : বাংলাদেশে অন্যতম ঘাতক এ পানিবাহিত রোগটি। পানিতে মিশে থাকা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি জীবাণুর কারণে ডায়রিয়া হয়ে থাকে।

হেপাটাইটিস : এটি একটি পানিবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ। এর ফলে জন্ডিস হয়ে থাকে। এটি লিভারকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। জন্ডিসের ফলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

পোলিও : এটি শিশুদের একটি মারাত্মক রোগ। এটিও পানিবাহিত রোগ। এর ফলে শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে।

টাইফয়েড: এটিও পানিবাহিত রোগ। সলমনেলা টাইফি এবং প্যারাটাইফি নামক পানিবাহিত জীবাণুর কারণে এ রোগটি হয়ে থাকে।

খোসপাঁচড়া : ত্বকের পানিবাহিত রোগ। দূষিত পানির সংস্পর্শে খোসপাঁচড়া, চুলকানিসহ ত্বকের নানান রোগ হয়। এগুলো ছাড়াও পরোক্ষভাবে আরো কিছু রোগের জন্য পানি দায়ী। যেমন– ডেংগু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। তাই যেভাবেই হোক ভালো থাকার জন্য সবসময় বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। দূষিত পানি পান,রান্নার কাজে বা গৃহস্থালি সরঞ্জাম ধোয়ার কাজে দূষিত পানির ব্যবহার,ল্যট্রিন এ দূষিত পানি ব্যবহার এসব রোগের সংক্রমনের কারন। তাই সব ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিরোধে করণীয় : বিশুদ্ধ পানি পান করার মাধ্যমে এ সমস্যাগুলো থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যায়। এ জন্য ফোটানো বা বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। পরিস্কার পাত্রে পানি সংরক্ষণ করতে হবে। খাবার তৈরি এবং খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিতে হবে। এ নিয়ম শিশুদের ক্ষেত্রে আরো বেশি করে কার্যকর করতে হবে। তাদের ছোটবেলাতেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিতে হবে। টয়লেট শেষে হাত অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। রান্নার আগে খাবার ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। বাইরে-রাস্তায় খাওয়া-দাওয়া না করে ঘরে বসে ঘরের খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। আর সর্বদা বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

খনার বচন ঃ

শুনরে বাপু চাষার বেটা।
মাটির মধ্যে বেলে যেটা।
তাতে যদি বুনিস পটল।
তাতে তোর আশায় সফল ॥

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তরঃ বিছানা

ধাঁধাঃ তিন বর্ণে নাম তার কে বলিতে পারে,গৃহ ছাড়া থাকে না সে সবে চিনে তারে।আদি বর্ণ ছেড়ে দিলে পানি যে গড়ায়,মধ্যম ছাড়িতে তাতে পানি রাখা যায়।শেষ বর্ণ ছাড় যদি জ্ঞানের মশাল,ইহা বিনা ধরাতলে সকলি বেতাল।

উত্তর পরবর্তি সংখ্যায়

কৃষি বার্তা ঃ আশ্বিন মাসে কৃষি

আমন ধান / পরিচর্যাঃ

আমন ধানের বাড়ন্ত পর্যায় এখন। ধান গাছের বয়স ৪০-৫০ দিন হলে ইউরিয়ার শেষ কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের আগে জমির আগাছা পরিস্কার করে নিতে হবে এবং জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। এ সময় বৃষ্টির অভাবে খরা দেখা দিতে পারে। সেজন্য সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড়ঃ

শিষ কাটা লেদা পোকা ধানের জমি আক্রমণ করতে পারে। প্রতি বর্গমিটার আমন জমিতে ২-৫টি লেদা পোকার উপস্থিতি মারাত্মক ক্ষতির পূর্বাভাস। তাই সতর্ক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময় মাজরা, পামরি, চুঙ্গি, গলমাছি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এছাড়া খোলপড়া, পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, জমিতে খুঁটি দিয়ে, আলোর ফাঁদ পেতে, হাতজাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাছাড়া সঠিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে, সঠিক সময় শেষ কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

নাবি আমন ঃ

রোপণ নিচু এলাকায় অথবা কোনো কারণে আমন সময় মতো চাষ করতে না পারলে আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিআর ২২, বিআর ২৩, বিনাশাইল বা স্থানীয় জাতের চারা রোপণ করা যায়। এক্ষেত্রে গুছিতে ৫-৭টি চারা রোপণ করতে হবে। সেসঙ্গে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি ইউরিয়া প্রয়োগ ও অতিরিক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে কাংক্ষিত ফলন পাওয়া যায় এবং দেরির ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়।

আখ / চারা উৎপাদনঃ

আখের চারা উৎপাদন করার উপযুক্ত সময় এখন। সাধারণত বীজতলা পদ্ধতি এবং পলিব্যাগ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা যায়। তবে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হলে বীজ আখ কম লাগে এবং চারার মৃত্যুহার কম হয়। চারা তৈরি করে বাড়ির আঙিনায় সুবিধাজনক স্থানে সারি করে রেখে খড় বা শুকনো আখের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। চারার বয়স ১-২ মাস হলে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। কাটুই বা অন্য পোকা যেন চারার ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

বিনা চাষে ফসল / আবাদ জমি তৈরি ও বীজ বপনঃ

মাঠ থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় বিনা চাষে অনেক ফসল আবাদ করা যায়। এ সময় ভুট্টা, গম, আলু, সরিষা, মাসকালাই বা অন্যান্য ডাল ফসল বিনা চাষে লাভজনকভাবে অনায়াসে আবাদ করা যায়। সঠিক পরিমাণ বীজ, সামান্য পরিমাণ সার এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে লাভ হবে অনেক। জমির জো বুঝে এবং আবহাওয়ার কথা খেয়াল রেখে বিনা চাষে ফসল করলে খরচ খুব কম হয় এবং দ্রুত একটি ফসল পাওয়া যায়।

শাকসবজি/ আগাম জাতের শীতকালীন সবজি চাষঃ

জমির মাটি এখনও ভেজা এবং স্যাঁতসেঁতে। আগাম শীতের সবজি উৎপাদনের জন্য উঁচু জয়গা কুপিয়ে পরিমাণ মতো জৈব ও রাসায়নিক সার বিশেষ করে ইউরিয়া দিয়ে শাক উৎপাদন করা যায়। শাকের মধ্যে মুলা, লালশাক, পালংশাক, চিনাশাক, সরিষাশাক অনায়াসে করা যায়। তাছাড়া সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, টমেটো, বেগুন, ব্রোকলি বা সবুজ ফুলকপিসহ অন্যান্য শীতকালীন সবজির চারা তৈরি করে মূল জমিতে বিশেষ যত্নে আবাদ করা যায়।

কলা/ চারা রোপণঃ

অন্যান্য সময়ের থেকে আশ্বিন মাসে কলার চারা রোপণ করা সবচেয়ে বেশি লাভজনক। এতে ১০-১১ মাসে কলার ছড়া কাটা যায়। ভালো উৎস বা বিশ্বস্ত চাষি ভাইয়ের কাছ থেকে কলার অসি চারা সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে। কলার চারা রোপণের জন্য ২-২.৫ মিটার দূরত্বে ৬০ সেমি. চওড়া এবং ৬০ সেমি. গভীর গর্ত করে রোপণ করতে হবে। গর্তপ্রতি ৫-৭ কেজি গোবর, ১২৫ গ্রাম করে ইউরিয়, টিএসপি ও এওপি সার এবং ৫ গ্রাম বরিক এসিড ভালোভাবে মিশিয়ে ৫-৭ দিন পর অসি চারা রোপণ করতে হবে। কলা বাগানে সাথি ফসল হিসেবে ধান, গম, ভুট্টা ছাড়া যে কোনো রবি ফসল চাষ করা যায়। এতে একটি অতিরিক্ত ফসলের এবং সে সঙ্গে অর্থও পাওয়া যায়।

গাছপালা/নতুন চারার যত্ন ও সার প্রয়োগ ঃ

গাছের চারা রোপণের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। তবে রোপণ করা চারা কোনো কারণে মরে গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণের উদ্যোগ নিতে হবে। রোপণ করা চারার যত্ন নিতে হবে এখন। যেমন- বড় হয়ে যাওয়া চারার সঙ্গে বাঁধা খুঁটি সরিয়ে দিতে হবে এবং চারার চারদিকের বেড়া প্রয়োজনে সরিয়ে বড় করে দিতে হবে। মরা বা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। চারা গাছসহ অন্যান্য গাছে সার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় এখন। গাছের গোড়ার মাটি ভালো করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। দুপুর বেলা গাছের ছায়া যতটুকু স্থানে পড়ে ঠিক ততটুকু স্থান কোপাতে হবে। পরে কোপানো স্থানে জৈব ও রাসায়নিক সার ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে । গাছের জাত ও বয়সের কারণে সারের মাত্রাও বিভিন্ন হয়।

সূত্রঃ কৃষি অধিদফতর

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে মোঃ কাসেম এর মত ভাগ্য ফিরেছে চর নঙ্গুলিয়া ও নলেরচর এর অনেক অধীবাসির।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রফিকুল আলম এবং এ এল আর ডি এর উপনির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মনি চানন্দী ইউনিয়নে স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং সেবিকাদের গর্ভবতি ও নবজাতকের যত্ন বিষয়ক ফ্লিপ চার্ট বিতরন করেন।

নদী ভাঙ্গনের শিকার হরনী ইউনিয়নের শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখি করতে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ৩ টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে।প্রাথমিক ভাবে ৩ জন শিক্ষকের অধীনে ৯০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।গত ১৬/০৯/১৮ ইং তারিখে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এবং এএলআরডি এর উপনির্বাহী পরিচালক হরনী ইউনিয়নের একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

পাখির কাকলী , প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য, বুনো মহিষের স্বাধীন চলাফেরা এখনো মৌলভীর চর,ঢাল চর কিংবা কলাতলির ডুবোচর গুলো তে দৃশ্যমান।এখানে জীবন অতি ধীর গতিতে নদীর সাথে বহমান। নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের এবং প্রাকৃতিক পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে এই বিস্তীর্ন চরাঞ্চলে।এমন ই একটি অঞ্চল মৌলভীর চর,ঢাল চর এবং এর আশেপাশের ডুবোচর গুলো, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দোর্যের পাশাপাশি দেখা মিলেও জীবিকায়ন পদ্ধতি।
নাগরিক কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে কিছু সময়ের জন্য প্রকৃতির এই বচিত্রে অবগাহন করতে চাইলে ঘুরে আসতেছে প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্য ও মিতালিতে গড়ে উঠা বৈচিত্রময় জীবন পারেন এই দ্বী-পাঞ্চল । আপনাকে সহযোগিতা করতে পাশে থাকবে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা।

অনেক বছর ধরে নদী ভাঙ্গা মানুষের খাস জমি পাওয়ার আন্দোলনে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এবং এএলআরডি যৌথভাবে কাজ করেছে। গত ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এবং এএলআরডি এর উপনির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মনি এর নেতৃত্বে একটি পরিদর্শক দল হরনি ও চানন্দী ইউনিয়নের দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কতৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তারা এই দুই ইউনিয়নে খাস জমি প্রাপ্ত নারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সংস্থা কতৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় সমৃদ্ধি বাড়ি পরিদর্শন করে। এই পরিদর্শনের উদ্যেশ্য ছিল চানন্দি ইউনিয়নের চর নঙ্গুলিয়া ও নলের চরে এবং হরনী ইউনিয়নে বসবাসরত নদী ভাঙ্গা মানুষের বিশেষ করে নারীদের ভূমি অধিকার এবং খাস জমি পাওয়ার পর জীবনযাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা।পরিদর্শন শেষে এএলআরডি এর উপনির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মনি সংস্থার কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেন চানন্দী ইউনিয়নে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার যে চমৎকার কার্যক্রম তা দেশের অন্যান্য স্থানেও মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। তিনি সংস্থার প্রতি শুভ কামনা ব্যক্ত করেন।

রচনা ও সম্পাদনাঃ নূসরাত হায়দার। রাশেদুল হাসান।

Dwip Unnayan Songstha (DUS).Bangladesh
phone : +88 02 9122145
E-mail: dus.eddus@gmail.com
www.dusbangladesh.org